হজ প্রশিক্ষণ ২০২৩

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত উপস্থাপনা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

সরকারিভাবে হজে গমণেচ্ছু সম্মানিত হাজীগণকে শরীয়তসম্মত নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিকভাবে হজ ও উমরা পালন এবং যিয়ারতে সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য সরকার অভিজ্ঞ গাইড নিয়োগ করে। গাইডগণ হজের বিধি-বিধান ও সফরের বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ হাজীগণকে ঢাকা হজক্যাম্প, এয়ারপোর্ট, জেদ্দা, মক্কা শরীফ, মিনা, আরাফা ও মুজদালিফা এবং মদিনা শরীফসহ সকল স্থানে ও কাজে নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

সম্মানিত হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে। অভিজ্ঞ আলেমগণ এ সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

১। হজ, উমরাহ ও যিয়ারতের বিধি-বিধান।

২। তালবিয়াসহ জরুরি দু'আ-কালাম।

৩। দলবদ্ধভাবে হজযাত্রার বাংলাদেশ অংশের কার্যক্রম।

৪। বিমানবন্দর থেকে মক্কা মুকাররমা পৌঁছা পর্যন্ত দায়িত্ব।

৫। প্রথম উমরা করানো।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজ তিন প্রকার:

এক. ইফরাদ: শুধু হজের নিয়তে ইহরাম ধারণ করে ওই ইহরামেই হজের সব আমল সম্পন্ন করা।

দুই. তামাত্তু: শুধু ওমরাহর নিয়তে ইহরাম ধারণ করে ওমরাহর কাজ সমাপ্ত করা। এরপর মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া। অতঃপর ওই সফরেই হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হজের সব আমল সম্পাদন করা।

তিন. কিরান: একসঙ্গে ওমরাহ ও হজের নিয়তে ইহরাম ধারণ করে ওই (একই) ইহরামেই ওমরাহ ও হজ পালন করা। এ তিন প্রকারের মধ্যে উত্তম হলো ‘কিরান।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের ফরজ ৩টি

এক. ইহরাম বাঁধা।
দুই. উ'কুফে আ'রাফা (বা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা)।
তিন. তাওয়াফুয জিয়ারাত।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের ওয়াজিব ৬টি

এক. ‘সাফা ও মারওয়া’ পাহাড়গুলো মধ্যে ৭ বার সায়ি করা।
দুই. অকুফে মুযদালিফায় (৯ই জিলহজ) অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যদয় পর্যন্ত একমুহূর্তের জন্য হলেও অবস্থান করা।
তিন. মিনায় তিন শয়তান (জামারাত) সমূহকে পাথর নিক্ষেপ করা।
চার. ‘হজে তামাত্তু’ ও ‘কিবরান’ কারীরা ‘হজ’ সমাপনের জন্য দমে শোকর করা।
পাঁচ. ইহরাম খোলার পূর্বে মাথার চুল কাটা।
ছয়. মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ মক্কা থেকে বিদায়কালে তাওয়াফ করা।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের প্রস্তুতিমূলক কাজ

- হালাল উপার্জন দ্বারা কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হজ আদায়ের নিয়ত করা।
- যাদের পুরানো পাসপোর্ট তাদের দেখতে হবে সৌদি ভিসা হওয়ার দিন থেকে যেন কমপক্ষে ৬ মাসের মেয়াদ থাকে। ছয় মাসের কম মেয়াদী পাসপোর্টে ভিসা দেওয়া হয় না।
- হজের রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে পাসপোর্ট হাতে থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সরকারি ব্যবস্থাপনায় (হজ আফিস, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র) অথবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় (যে কোন বৈধ হজ এজেন্সি, প্রতি বছরের এজেন্সির তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ আফিস-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়।) হতে পারে।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের প্রস্তুতিমূলক কাজ

- যে সকল হজযাত্রীর বুস্টারডোজসহ কোভিড-১৯ এর টিকা সম্পন্ন হয়নি বা টিকা সনদ সংগ্রহ করা হয়নি তাদের জরুরি ভিত্তিতে টিকা সম্পন্নকরণ এবং টিকা সনদ সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সর্বত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
- উভয় ব্যবস্থাপনায় টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাবে জমা দিয়ে রশিদ সংরক্ষণ করা। টাকা জমা দেওয়ার পর প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও ট্র্যাকিং নম্বর জেনে নিন। প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ম্যাসেজ পাবেন অথবা ব্যাংক থেকে রেজিস্ট্রেশন সনদ চেয়ে নিবেন।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের প্রস্তুতিমূলক কাজ

- ভিসা ও টিকেট হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বাসা থেকে রওয়ানা দেওয়া উচিত। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভিসা চেক করা যায়। রেজিস্ট্রেশন যাচাই ওয়েবসাইট: www.hajj.gov.bd
- ভিসা যাচাই: https://visa.mofa.gov.sa/visaservices/searchvisa
- প্রতিশ্রুত ও নির্ধারিত সময়ে ভিসা ও টিকেট না পেলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মালিক/ম্যানেজার অথবা পরিচালক/সহকারী পরিচালক, হজ অফিস, হজ ক্যাম্প, আশকোনা, ঢাকাতে যোগাযোগ করতে হবে।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের প্রস্তুতিমূলক কাজ

- বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে এয়ারলাইন্স, মক্কা ও মদিনার বাসার দূরত্ব, বাসার কোয়ালিটি (অর্থাৎ কত তলায়, এক রুমে কয় জন, কয় বেলা কী খাবারের ব্যবস্থা, মদিনা শরীফে যাতায়াতের বাসের কোয়ালিটি জামারাত থেকে মিনায় থাকার তাঁবুর দূরত্ব, মিনায় খানা-নাস্তার ব্যবস্থা, আরাফাতে যাতায়াতের ব্যবস্থা, মক্কা শরীফে এক বাসায় অবস্থান না হজের আগে পরে বাসা বদল হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি লিখিতভাবে নিশ্চিত করা।
- সরকার অনুমোদিত বিশ্বস্থ কোনো মানিচেঞ্জার থেকে অথবা হজ এজেন্সি বা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে রিয়াল বা ডলার সংগ্রহ করা। বড় নোট সাথে নিয়ে গেলে জেদ্দা, মক্কা বা মদিনা শরীফেও রিয়াল সংগ্রহ করা যায়।
- হজের সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আগেই লাগেজ বা ট্রলিতে ভরে রাখা ভাল। শেষে তাড়াহুড়োর কারণে অনেক জরুরি জিনিস বাদ পড়ে যায়।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের সফরে যে-সকল জিনিসপত্র সাথে নেয়া উচিত সেগুলোর তালিকা :

- ভিসাসহ পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট, ডলার/রিয়াল, টাকা
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হজ, ওমরাহ ও যিয়ারাত সম্পর্কিত বই।
- মাঝারি একটি ব্যাগ বা লাগেজ
- ছোট একটি ব্যাগ (মিনায় হালকা সামান নেয়ার জন্য)
- গলায় ঝুলিয়ে রাখার মতো একটি ব্যাগ (যার ভিতরে মোবাইল সেট, পাসপোর্ট, টিকেট ও হজের মাসায়েল সংক্রান্ত বই রাখা যায়)
- দুই সেট ইহরামের কাপড়। ৩/৪ সেট পাঞ্জাবী-সেলোয়ার। এছাড়া, লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা, টুপি, চশমা, পকেট মালামাল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের সফরে যে-সকল জিনিসপত্র সাথে নেয়া উচিত সেগুলোর তালিকা :

- মহিলাদের জন্য নিজেদের ব্যবহারের সবধরণের কাপড় এবং পর্দা করার জন্য বড় চাদর ও রশি, গায়ে দেয়ার চাদর বা পাতলা কাঁথা।
- শীতের মৌসুম হলে প্রয়োজনীয় শীতের কাপড়।
- ছোট একটি চাকু, নখ কাটার মেশিন, ব্লেইড, ছোট আয়না, সুই-সুতা।
  (বি.দ্র. লৌহজাত দ্রব্যগুলো বড় ব্যাগে বুকিংয়ে দিয়ে দিবেন। নিজের সাথে ব্যাগে রাখবেন না, এটা আইনত নিষিদ্ধ।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের সফরে যে-সকল জিনিসপত্র সাথে নেয়া উচিত সেগুলোর তালিকা :

- মেসওয়াক, ব্রাশ, টুথপেস্ট, প্রয়োজনীয় সাবান, নীল, তায়াম্মুমের মাটি ।
- টয়লেট টিস্যু ও টিস্যু পেপার।
- স্টিল বা মেলামাইনের একটি প্লেট, একটি গ্লাস, একটি ছোট চামচ ও একটি দস্তারখানা।
- খাতা-কলম বা ছোট ডাইরি।
- রোদের জন্য ছাতা।
- ইহরামের সময় পরা এবং মসজিদে যাতায়াতের জন্য আরামদায়ক মোটা স্পঞ্জ স্যান্ডেল ২ জোড়া।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

হজের সফরে যে-সকল জিনিসপত্র সাথে নেয়া উচিত সেগুলোর তালিকা :

- সুগন্ধিমুক্ত তেল, ভেসলিন, ক্রীম।
- নিজের ব্যবহার্য ওষুধ। মনে রাখবেন ওখানে ওষুধের দাম বাংলাদেশ থেকে অনেকগুণ বেশি।
- বাংলাদেশী টাকা, যাতে প্রয়োজনে খরচ করা যায় বা দেশে ফিরে বাড়ি যাওয়ার ভাড়া মিটানো যায়।
- পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট ইত্যাদির দুই তিনটি করে ফটোকপি ভিন্ন দু'তিন জায়গায় রাখা

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ পর্বে করণীয়:

- বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে এয়ারলাইন্স, মক্কা ও মদিনার বাসার দূরত্ব, বাসার কোয়ালিটি (অর্থাৎ কত তলায়, এক রুমে কয় জন, কয় বেলা কী খাবারের ব্যবস্থা, মদিনা শরীফে যাতায়াতের বাসের কোয়ালিটি জামারাত থেকে মিনায় থাকার তাঁবুর দূরত্ব,

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ পর্বে করণীয়:

- হজযাত্রীর আর্থিক, মানসিক ও শারিরীক প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দেয়া।
- হজযাত্রীর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিতে পরামর্শ দেয়া।
- প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণ গ্রহণ (আশকোনা হজ ক্যাম্প)।
- বিমান টিকেটের বিষয়ে এজেন্সির মাধ্যমে টিকেট সংগ্রহ/তারিখ নিশ্চিত হওয়া। বিমান ফ্লাইটের নির্ধারিত তারিখের দুই দিন পূর্বে আশকোনা হজ ক্যাম্পে এসে রিপোর্ট করা।
- হজ বিষয়ক নির্দেশনাবলী ও করণীয় সম্পর্কে জানা/আলোচনা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ পর্বে করণীয়:

- এয়ারপোর্টে বাসে ওঠার পূর্বে লাগেজ তাঁর সাথে উঠেছে কিনা নিশ্চিত হওয়া।
- বিমানে উঠার পর পাসপোর্ট ভিসা টিকেট নিজের হাতে নেয়া।
- টয়লেট ব্যবহার ।
- খাবার (সিটের সামনে অল্প জায়গায় কিভাবে খাবার খাবে)।
- ওজু-নামাজ-তায়াম্মুম বিষয়ে বলা।
- এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- প্রয়োজনে টাকা থেকে রিয়াল করতে সাহায্য করা।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

সৌদি আরব পর্বে করণীয়: জেদ্দা, সৌদি আরববে করণীয় :

- বিমানে থেকে অবতরণ করে ইমেগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা করা।
- Arrival Card পূরণে সাহায্য করা
- Immigration Point এ লাইনে দাড়ানো।
- মোবাইল সীম সংগ্রহে সাহায্য করা।
- মোনাজ্জেম ও গাইড এবং বাংলাদেশ হজ মিশন, মক্কা, মদিনার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে গলায় কার্ড ঝুলিয়ে রাখা।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

সৌদি আরব পর্বে করণীয়: জেদ্দা, সৌদি আরববে করণীয় :

- ভালো আচরণ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া
- হারিয়ে গেলে সৌদি পুলিশকে বলা।
- হাজীরা অসুস্থতা অনুভব করলে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া।
- মক্কা ও মদিনায় বাড়িতে ওঠার পর লাগেজগুলো নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছানো।
- মক্কায় অবস্থানের পরামর্শ দেয়া।
- টাকা পয়সা সংরক্ষণে পরামর্শ দেয়া।

হজ সহায়িকা সংক্রান্ত:

সৌদি আরব পর্বে করণীয়: জেদ্দা, সৌদি আরববে করণীয় :

- মদিনায় গমন ও করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া।
- হজের পাঁচ দিন সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া
- দেশে ফেরার সময় করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া। লাগেজ/ লাগেজের ওজন, হাত ব্যাগ, হাতে কিছু অর্থ রাখা এয়ারপোর্টে নিয়মাবলি, বাড়ি/হোটেলে পৌঁছানো, ফ্লাইট বিলম্ব ইত্যাদি বিষয়ে হজযাত্রীদের ধারণা প্রদান।

ধন্যবাদ